দানিয়েলের বই - নম্বর ছিয়াত্তর

ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সীলমোহর ভাঙা: ১৮৫৬ সালে আলোর প্রত্যাখ্যান ও তার পরিণতি

Jeff Pippenger
2024-02-09

১৮৫৬ সালে ‘সাত সময়’-এর আলো উন্মোচিত হয়েছিল এবং ১৮৬৩ সালের মধ্যে সেই আলো প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। যিহূদা দেশের নবী দুষ্ট রাজা যেরোবোয়ামের কাছে সেই আলো নিয়ে এসেছিলেন, আর যেরোবোয়াম সেই আলো প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যিশাইয় একই আলো দুষ্ট রাজা আহাজের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন, এবং তিনিও সেই আলো প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শিলোয়াহ পুকুরের সঙ্গে সম্পর্কিত সেই আলো প্রত্যাখ্যান করার ফলে, যেরোবোয়াম (উত্তর) ও আহাজের (দক্ষিণ) উভয় রাজ্যই যথাক্রমে ৭২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং ৬৭৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উত্তর দিকের এক রাজার দ্বারা দাসত্বে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

হারুনের বিদ্রোহের সময়ের মোশি; আহাজের সঙ্গে যিশাইয়া এবং অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে যিরমিয়াহ—এরা শেষ দিনের বিদ্রোহে আলোর দূতদের প্রতিনিধিত্বকারী মিলারাইট ইতিহাসের বিশ্বস্তদের প্রতিরূপ ছিলেন। ১৮৬৩ সালের 'প্রথম' শেষ দিনের সংকট এবং 'প্রকাশিত বাক্য' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের 'মহা ভূমিকম্প' (শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইন) নামে পরিচিত 'শেষ' শেষ দিনের সংকট—এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারায় উপস্থাপিত হয়েছে। যিহূদার নবী এমন এক নবীর প্রতিরূপ, যিনি নিজের দায়িত্ব থেকে পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের সঙ্গে একই কবরে সমাধিস্থ হন। বেতেলের মিথ্যা নবীর খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলস্বরূপই তাঁর মৃত্যু ও সমাধি ঘটে।

রবিবারের আইনের সময় পোপতন্ত্র (আসিরিয়ার রাজা) দ্বারা পরাভূত হওয়ার যে রায়, যা জেরোবোয়াম ও আহাজের উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যের বিচ্ছুরণে প্রতীকায়িত হয়েছিল, তা যিহূদার নবীর পরিণতির সঙ্গে মিলে যায়, কারণ তিনি ‘সিংহ’ ও ‘গাধা’-র মাঝখানে মারা গিয়েছিলেন। ‘সিংহ’ বাবিলের প্রতীক, যা অন্তিম কালে পোপতন্ত্র।

> আর হলো যে, সে রুটি খাওয়ার পরে এবং পান করার পরে, তিনি তার জন্য গাধাটিতে জিন পরালেন—অর্থাৎ যাকে তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন সেই নবীর জন্য। আর যখন সে চলে গেল, পথে একটি সিংহ তার সঙ্গে দেখা করল এবং তাকে হত্যা করল; আর তার মৃতদেহটি পথে পড়ে রইল, আর গাধাটি তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল; সিংহটিও সেই মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আর দেখ, লোকেরা সেখানে দিয়ে যেতে যেতে মৃতদেহটিকে পথে পড়ে থাকতে এবং সিংহটিকে মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল; তারা এসে সেই শহরে খবর দিল যেখানে বৃদ্ধ নবী বাস করতেন। আর যে নবী তাকে পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল, সে যখন এ কথা শুনল, বলল, ‘এটা ঈশ্বরের লোক; তিনি প্রভুর বাক্যের অবাধ্য হয়েছিলেন। তাই প্রভু তাঁকে সিংহের হাতে সমর্পণ করেছেন; সিংহ তাকে ছিঁড়ে ফেলেছে ও হত্যা করেছে—প্রভু যেভাবে তাঁর কাছে বলেছিলেন, সেই বাক্য অনুযায়ী।’ আর তিনি তাঁর পুত্রদের বললেন, ‘আমার জন্য গাধাটিতে জিন পরাও।’ আর তারা গাধাটিতে জিন পরাল। আর তিনি গিয়ে দেখলেন, তার মৃতদেহটি পথে পড়ে আছে, এবং গাধা ও সিংহ মৃতদেহটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে;

> সিংহটি মৃতদেহটি খায়নি, আর গাধাটিকেও ছিঁড়ে ফেলেনি। তখন নবী ঈশ্বরের লোকটির মৃতদেহ তুলে গাধার পিঠে তুললেন এবং তাকে ফিরিয়ে আনলেন; আর সেই বৃদ্ধ নবী শহরে এলেন তাকে শোক করার ও কবর দেওয়ার জন্য। আর তিনি তার মৃতদেহটিকে নিজের সমাধিতে শুইয়ে দিলেন; আর তারা তাকে নিয়ে বিলাপ করল, বলল, 'হায়, আমার ভাই!' আর হলো যে, তাকে কবর দেওয়ার পরে, তিনি তাঁর পুত্রদের বললেন, 'আমি মারা গেলে আমাকে সেই সমাধিতেই কবর দেবে, যেখানে ঈশ্বরের লোকটি কবর দেওয়া হয়েছে; আমার অস্থিগুলো তার অস্থিগুলোর পাশে শুইয়ে দেবে। কারণ তিনি যে বাক্যটি প্রভুর কথায় বেথেলের বেদির বিরুদ্ধে এবং সামারিয়ার নগরীগুলির উচ্চস্থানগুলির ঘরসমূহের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই ঘটবে।' ১ রাজাবলি ১৩:১১-৩২।

যিহূদার নবী দুই প্রতীকের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন। সিংহ বাবিলের একটি প্রতীক, এবং শেষ কালে আধুনিক বাবিল হচ্ছে উত্তরের রাজা, যিনি দানিয়েল ১১:৪৫-এ বর্ণিত মতে কারও সাহায্য ছাড়াই তাঁর পরিসমাপ্তিতে পৌঁছান। তাঁর কর্তৃত্বের চিহ্ন হলো সূর্য-উপাসনা, যা চতুর্থ ঘৃণ্য কাজ, এবং ইজেকিয়েল অধ্যায় ৮-এ লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদের চতুর্থ প্রজন্মকে সূর্যের দিকে নত হতে চিত্রিত করা হয়েছে। মিলারের স্বপ্নে তাঁকে দেখানো হয়েছিল যে শুধু রত্নমণিগুলোই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ও ঢেকে দেওয়া হয়েছিল তা নয়, বরং যে সিন্দুকটি নিজেই—যা বাইবেলকে প্রতিনিধিত্ব করত—সেটিও ভেঙে ফেলা হয়েছিল।

অ্যাডভেন্টিজমের তৃতীয় প্রজন্মে বাইবেলের তথাকথিত আধুনিক অনুবাদগুলোর ব্যবহার প্রবর্তনের কাজটি অ্যাডভেন্টিজমের নেতৃত্ব দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল। ঐ তথাকথিত আধুনিক অনুবাদগুলো এক বিকৃত পাণ্ডুলিপির সেট থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যা 'পাপের মানুষ'-এর ধর্মতাত্ত্বিকরা এবং ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ প্রচার করে। মিলারের কাসকেট ছিল কিং জেমস ভার্সন, যা অবিকৃত পাণ্ডুলিপি থেকে অনূদিত হয়েছিল।

লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিজমের চতুর্থ প্রজন্ম নাগাদ, গির্জা বিশ্ব গির্জা পরিষদে যোগ দিয়েছিল—রোমান গির্জা ও তার কন্যাগুলির এক জোট। নিজেদের ঘুমন্ত পালের কল্যাণে, অ্যাডভেন্টিজম বছরের পর বছর ধরে এ যুক্তি দেখিয়েছিল যে তারা বিশ্ব গির্জা পরিষদে কেবল 'পর্যবেক্ষক' ছিল, যতক্ষণ না ওই অশুভ জোটের উপাধিসমূহে প্রকাশ পায় যে 'পর্যবেক্ষক'-এর মর্যাদা আসলে পূর্ণ ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সদস্যের সমতুল্য!

তাদের চতুর্থ প্রজন্মে তারা 'পাপের মানুষ'কে দু'বার স্বর্ণপদক প্রদান করেছিল। পদকগুলোর অন্তত একটিতে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে ক্যাথলিক ধারণাটি খোদাই করা ছিল, যেখানে যীশুকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় পৃথিবীতে পা রাখছেন—এভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, এবং তাতে খ্রিস্টের পিছনে ক্যাথলিক সূর্য-জ্যোতির্বলয়ও ছিল, পাশাপাশি চতুর্থ আদেশের ক্যাথলিক সংক্ষিপ্ত রূপ ছিল, যেখানে শুধু লেখা ছিল, 'বিশ্রামদিনকে স্মরণ করো'। একটি আদালতীয় কার্যধারায় (যা একটি আইনি ঘোষণা), জেনারেল কনফারেন্সের সভাপতি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট গির্জা একসময় পোপতন্ত্রকে খ্রিস্টবিরোধী বলে বিশ্বাস করত, কিন্তু তাঁর গির্জা বহু আগেই সেই বিশ্বাসকে 'ঐতিহাসিক আবর্জনার স্তূপে' ফেলে দিয়েছে।

চতুর্থ ঘৃণ্যতা (প্রজন্ম) হলো যেখানে জেরুজালেমের গির্জার পঁচিশজন নেতা নত হয়ে সূর্যকে প্রণাম করে। ক্রমবর্ধমান ঘৃণ্যতাগুলোর শুরু হয়েছিল প্রবেশদ্বারে স্থাপিত ঈর্ষার মূর্তি দিয়ে, যা শুরুটিকে চিহ্নিত করেছিল। যিহূদা থেকে আগত নবী শেষে পর্যন্ত ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের সঙ্গে সমাধিস্থ হয়, এবং সিংহ (বাবিল) তাকে হত্যা করে, কারণ সে

ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের পদ্ধতিতে ফিরে গিয়েছিল, এবং তাই সে বুঝতে অক্ষম যে দর্শনটি প্রতিষ্ঠা করে রোমই; আর যেখানে পাপের মানুষের প্রতীকের মাধ্যমে কোনো দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেখানে শেষে পর্যন্ত তুমি পাপের মানুষের পক্ষেই এসে দাঁড়াও।

> "যারা শব্দটির বিষয়ে তাদের বোঝাপড়ায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, যারা খ্রিস্টবিরোধীর অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়, তারা নিঃসন্দেহে নিজেদেরকে খ্রিস্টবিরোধীর পক্ষেই স্থাপন করবে।" ক্রেস কালেকশন, ১০৫।

যিহূদার নবীকে বেথেলের মিথ্যাবাদী নবীর সঙ্গে একত্রে কবর দেওয়া হয়েছিল। সেই মিথ্যাবাদী নবী তাকে নিজের "ভাই" বলে আখ্যা দিয়েছিল, এবং তাকে দুটি প্রতীকের মাঝখানে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। "সিংহ" তার খ্রীষ্টবিরোধীকে না-বোঝার ব্যর্থতাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল, আর "গাধা" ইসলামের প্রতীক। লাওদিকিয়ান অ্যাডভেন্টিজম ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বের সম্পর্কে তার নীরবতার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে যে তৃতীয় "হায়"-এ ইসলামের বিষয়টাই মধ্যরাত্রির ডাক, শেষে বৃষ্টির বার্তা—এ কথা তারা স্বীকার করে না। শেষে বৃষ্টির বার্তাকে চিনতে ব্যর্থ হওয়াই মৃত্যু! ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বের, যখন প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের পরাক্রমশালী স্বর্গদূত অবতীর্ণ হলেন, যখন নিউ ইয়র্ক সিটির বৃহৎ ভবনগুলি ভেঙে ফেলা হল—তখনই শেষে বৃষ্টি শুরু হয়। "বৃষ্টি" আসলে একটি বার্তা, এবং সেই বার্তা গ্রহণ করতে হলে তাকে চিনতে হবে।

> আমাদের শেষে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। যারা আমাদের উপর পতিত কৃপার শিশির ও বৃষ্টিধারাকে স্বীকার করে এবং আত্মস্থ করে, তাদের সবার ওপরই এটি আসছে। যখন আমরা আলোর খণ্ডাংশগুলো সংগ্রহ করি, যখন আমরা ঈশ্বরের নিশ্চিত দয়ার মূল্য দিই—যিনি ভালোবাসেন যে আমরা তাঁর উপর ভরসা রাখি—তখন প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে। [যিশাইয় ৬১:১১ উদ্ধৃত।] সমগ্র পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমায় পরিপূর্ণ হবে। দ্য সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৮৪।

"সমস্ত পৃথিবী" ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের কী ঘটেছিল তা জানে, কিন্তু সেখানে যে বার্তার সূচনা হয় এবং যা শেষে পর্যন্ত ঈশ্বরের মহিমায় সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করে, সেই বার্তাটি গ্রহণ করতে হলে বার্তাটিকে চিনতে হবে। "recognize" শব্দটির অর্থ হলো "কোনো বিষয়ে জ্ঞানকে পুনরায় স্মরণ করা বা পুনরুদ্ধার করা, সে জ্ঞানকে স্বীকার করা থাকুক বা না থাকুক। আমরা দূর থেকে একজনকে চিনতে পারি, যখন স্মরণ করি যে আমরা তাকে আগে দেখেছি, অথবা পূর্বে তাকে চিনতাম। আমরা তার মুখাবয়ব বা তার কণ্ঠস্বর চিনতে পারি।" Webster's 1828 Dictionary.

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের আগত শেষে বৃষ্টির বার্তাকে কোনো লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিস্ট একমাত্র তখনই চিনতে পারে, যখন তারা স্বীকার করে যে অতীতে তারা ঈশ্বরীয় শক্তির একইরূপ প্রকাশ দেখেছে। ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট প্রকাশিত বাক্য ১০-এর প্রবল স্বর্গদূত অবতরণ করেছিলেন, যখন ইসলামের দ্বিতীয় হায়-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। সেই ইতিহাসটি হুবহু পুনরাবৃত্ত হয়েছিল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের, যখন প্রকাশিত বাক্য ১৮-এর প্রবল স্বর্গদূত অবতরণ করেছিলেন এবং ইসলামের তৃতীয় হায়-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল; আর ইসলামের তৃতীয় হায়কে চিনতে ব্যর্থ হওয়া মানে হলো বন্য আরবীয় গাধার দ্বারা আধুনিক বাবিলের সিংহ ঘটানো মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া।

এফ্রয়িমের মাতালরা, যারা সীলমোহরযুক্ত পুস্তক পড়তে পারে না, তারা মিলারাইটদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে পারে না, কারণ সেটি চিনতে পারা নির্ভর করে "নিয়মের উপর

নিয়ম" এই পরবর্তী বৃষ্টির পদ্ধতির উপর। মিলারাইটদের ইতিহাসে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ শেষ দিনগুলোতে পুনরাবৃত্ত হবে—এই ধারণাকে ধর্মচ্যুত প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও ক্যাথলিকধর্মের পদ্ধতিতে সমর্থন করা যায় না।

> তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা প্রচারের সঙ্গে যে স্বর্গদূত যুক্ত হয়, সে তার মহিমা দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করবে। এখানে বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্তি ও অভূতপূর্ব শক্তির একটি কাজের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। ১৮৪০-৪৪ সালের অ্যাডভেন্ট আন্দোলন ছিল ঈশ্বরের শক্তির এক মহিমাময় প্রকাশ; প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা বিশ্বের প্রতিটি মিশনারি কেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছিল, এবং কতিপয় দেশে এমন ধর্মীয় আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, যা ষোড়শ শতকের ধর্মসংস্কারের পর থেকে যে কোনো দেশে দেখা গিয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক ছিল; কিন্তু তৃতীয় স্বর্গদূতের শেষ সতর্কবার্তার অধীনে যে মহাশক্তিশালী আন্দোলন হবে, তা এই সবকেও অতিক্রম করবে। মহাসংঘর্ষ, ৬১১।

আধুনিক ইস্রায়েলের অন্ধ নেতারা তাদের পদ্ধতির দ্বারা বাধ্য হন এ সত্যটি প্রত্যাখ্যান করতে যে শেষ দিনগুলোতে, আগের বছরগুলোতে যেমন ছিল, তেমনই ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

> "এখানে আমরা দেখি গির্জা—প্রভুর পবিত্রস্থান—প্রথমেই ঈশ্বরের ক্রোধের আঘাত অনুভব করছিল। প্রবীণ পুরুষরা, যাদের ঈশ্বর মহান আলো দিয়েছিলেন এবং যারা জনগণের আধ্যাত্মিক স্বার্থের অভিভাবক হিসেবে দাঁড়িয়েছিল, তারা তাদের অর্পিত দায়িত্বে বিশ্বাসঘাতকতা করছিল। তারা এমন অবস্থান নিয়েছিল যে, প্রাক্তন দিনের মতো আর অলৌকিক কাজ ও ঈশ্বরের শক্তির সুস্পষ্ট প্রকাশ প্রত্যাশা করার দরকার নেই। সময় বদলে গেছে। এই কথাগুলো তাদের অবিশ্বাসকে শক্তিশালী করে, এবং তারা বলে: প্রভু না ভালো করবেন, না মন্দ করবেন। তিনি এতই দয়ালু যে বিচার করে তাঁর লোকদের শাস্তি দেবেন না। অতএব 'শান্তি ও নিরাপত্তা'—এই ধ্বনিই ওঠে এমন লোকদের কাছ থেকে, যারা আর কখনো তূরীর মতো কণ্ঠ তুলে ঈশ্বরের লোকদের তাদের অপরাধ এবং যাকোবের গৃহকে তাদের পাপ দেখাবে না। এই বোবা কুকুররা, যারা ঘেউ ঘেউ করতে চায় না, অপমানিত ঈশ্বরের ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধই অনুভব করে। পুরুষ, কুমারী, এবং ছোট ছোট শিশুরা—সবাই একসাথে বিনাশ হয়।" সাক্ষ্যসমূহ, খণ্ড ৫, ২১১.

যিরূশালেমের অশিক্ষিতদের শাসনকারী শিক্ষিতদের লাওদিকীয় অন্ধতা তাদেরকে অন্তিম বৃষ্টি চিনতে অক্ষম করে, কারণ তারা শুধু একটি বিকৃত বাইবেলীয় পদ্ধতি ব্যবহারই করে না; তাদের মিথ্যা যুক্তিতর্কের উপসংহারও তাদের এমন অবস্থানে দাঁড় করায়, যেখানে তারা অতীত যুগের ন্যায় ঈশ্বরের শক্তির ভবিষ্যৎ কোনো প্রকাশকেও অস্বীকার করবে। তবু মালাখির তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, চুক্তির দূত যখন লেবির পুত্রদের শোধিত করবেন, তখন অর্ঘ্য হবে আগেকার দিনের ন্যায়।

> সত্য সাক্ষী ঘোষণা করেন, 'আমি তোমার কাজসমূহ জানি।' 'পশ্চাত্তাপ কর, এবং প্রথম কাজগুলো কর।' এটাই সত্য পরীক্ষা, প্রমাণ যে ঈশ্বরের আত্মা হৃদয়ে কাজ করছেন তোমাকে তাঁর প্রেমে পরিপূর্ণ করতে। 'আমি দ্রুতই তোমার কাছে আসব, এবং তুমি যদি পশ্চাত্তাপ না কর, তবে তোমার দীপাধারকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দেব।' মণ্ডলীটি সেই অফল বৃক্ষের মতো, যা শিশির, বৃষ্টি ও রৌদ্র পেয়েও প্রচুর ফল ধরার কথা ছিল, কিন্তু যার উপর ঐশ্বরিক অনুসন্ধানে পাতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। আমাদের মণ্ডলীদের জন্য কী গম্ভীর চিন্তা! সত্যিই, প্রতিটি ব্যক্তির জন্যও গম্ভীর!

> ঈশ্বরের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা আশ্চর্যজনক; কিন্তু 'তুমি যদি পশ্চাত্তাপ না কর', তা ফুরিয়ে যাবে; মণ্ডলীগুলি, আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ, দুর্বলতা থেকে আরও দুর্বলতায়, শীতল আনুষ্ঠানিকতা থেকে নিষ্প্রাণতায় চলে যাবে, যখন তারা বলছে, 'আমি ধনী, সম্পদে সমৃদ্ধ, এবং আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই।' সত্য সাক্ষী বলেন, 'আর তুমি জান না যে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত, করুণ, দরিদ্র, অন্ধ ও নগ্ন।' তারা কি কোনোদিন তাদের অবস্থা স্পষ্টভাবে দেখতে পারবে?
>
> গির্জাগুলিতে ঈশ্বরের শক্তির এক আশ্চর্য প্রকাশ ঘটবে; কিন্তু যারা প্রভুর সামনে নিজেদের নম্র করেনি এবং স্বীকারোক্তি ও অনুতাপের মাধ্যমে হৃদয়ের দরজা খোলেনি, তাদের ওপর তা কার্যকর হবে না। ঈশ্বরের মহিমায় যে শক্তি পৃথিবীকে আলোকিত করে, তার প্রকাশে তারা কেবল এমন কিছুই দেখবে, যাকে তারা নিজেদের অন্ধতায় বিপজ্জনক মনে করবে—যা তাদের ভয় জাগিয়ে তুলবে—এবং তারা তা প্রতিরোধ করতে নিজেদের দৃঢ় করবে। কারণ প্রভু তাদের ধারণা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করেন না, তারা সেই কাজের বিরোধিতা করবে। তারা বলে, "কেন, আমরা কী করে ঈশ্বরের আত্মাকে না চিনি, যখন আমরা এত বছর ধরে এই কাজে আছি?"—কারণ তারা ঈশ্বরের বার্তাগুলির সতর্কবাণী ও অনুরোধে সাড়া দেয়নি; বরং অবিরতভাবে বলছে, "আমি ধনী, সম্পদে বৃদ্ধি পেয়েছি, আমার কিছুই প্রয়োজন নেই।" যোগ্যতা ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা মানুষকে আলোর মাধ্যম করে তুলবে না, যদি না তারা ধার্মিকতার সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মির নিচে নিজেদের সমর্পণ করে, এবং পবিত্র আত্মার অনুগ্রহে ডাকা, নির্বাচিত ও প্রস্তুত হয়। যখন পবিত্র বিষয়াদি পরিচালনা করেন এমন মানুষরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হাতের অধীনে নিজেদের নম্র করবে, তখন প্রভু তাদের উচ্চে তুলে ধরবেন। তিনি তাদের বিচক্ষণ মানুষ করবেন—তাঁর আত্মার অনুগ্রহে সমৃদ্ধ মানুষ। যিনি জগতের আলো, তাঁর থেকে বিকশিত আলোর মধ্যে তাদের প্রবল স্বার্থপর চরিত্রলক্ষণ, তাদের একগুঁয়েমি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। "আমি শীঘ্রই তোমার কাছে আসব; আর তুমি যদি অনুতাপ না কর, তবে তোমার প্রদীপাধারকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দেব।" তুমি যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুকে খোঁজো, তুমি তাঁকে পাবে। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৯০।

যিহূদার নবীর মৃত্যু প্রতিফলিত হয়েছে আধুনিক বাবিলনের 'সিংহ' দ্বারা, যা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করে এমন প্রতীক, এবং 'গাধা' দ্বারাও। শাস্ত্রে ইসলামের প্রথম উল্লেখ ঘটে যখন ইসমাইলকে 'বন্য মানুষ' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

> আর সে হবে বন্য মানুষ; তার হাত সকল মানুষের বিরুদ্ধে থাকবে, এবং সকল মানুষের হাত তার বিরুদ্ধে; এবং সে তার সমস্ত ভ্রাতাদের সম্মুখে বাস করবে। আদিপুস্তক ১৬:১২।

শাস্ত্রে ‘প্রথম উল্লেখের নিয়ম’ বলে যে কোনো প্রতীকের সব বৈশিষ্ট্য সেই প্রথম উল্লেখের মধ্যেই নিহিত থাকে, কারণ ঈশ্বরের বাক্য একটি বীজ, আর বীজে সমগ্র উদ্ভিদকে ফলবতী করতে যত ডিএনএ দরকার, সবই থাকে। ‘wild man’ হিসেবে যে শব্দটি অনূদিত হয়েছে, সেটি আসলে ‘wild Arabian ass’-এর জন্য ব্যবহৃত শব্দ। সত্যের শাস্ত্রে ‘গাধা’ ইসলামের প্রতীকগুলোর একটি।

ইজেকিয়েলের সাঁইত্রিশতম অধ্যায়ের সেই বার্তা, যা মৃত হাড়গুলোকে জীবিত করে তোলে এবং তারা এক মহাশক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসেবে উঠে দাঁড়ায়—তা হলো তৃতীয় হায়ের ইসলামের বার্তা; আর সেই বার্তাই শেষ দিনের মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তা। সিস্টার হোয়াইট সরাসরি শিক্ষা দেন যে, খ্রিস্টের যিরূশালেমে বিজয়ময় প্রবেশ মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

> যদিও শাস্ত্রের প্রমাণ স্পষ্ট ও সিদ্ধান্তমূলক ছিল, তবু মধ্যরাত্রির আহ্বান তর্ক দ্বারা তেমন পরিচালিত হয়নি। তার সঙ্গে ছিল এক তাড়নাময় শক্তি, যা আত্মাকে আন্দোলিত করছিল। কোনো সন্দেহ ছিল না, কোনো প্রশ্নও ছিল না। খ্রিস্টের বিজয়োল্লাসপূর্ণ যিরূশালেমে প্রবেশের সময়, দেশের সর্বত্র থেকে উৎসব পালনের জন্য সমবেত মানুষেরা দলে দলে জলপাই পর্বতে ছুটে গেল; আর তারা যখন যিশুকে সঙ্গ দিচ্ছিল যে জনতার সঙ্গে যোগ দিল, তখন তারা সেই মুহূর্তের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করল এবং উল্লাসধ্বনিকে আরও প্রবল করতে সহায়তা করল—'ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসেন!' [মথি ২১:৯।] একইভাবে, অ্যাডভেন্টিস্ট সভায় দলে দলে ভিড় করা অবিশ্বাসীরাও—কেউ কৌতূহলবশত, কেউ শুধু বিদ্রূপ করতে—'দেখ, বর আসছেন!' এই বার্তার সঙ্গে থাকা প্রত্যয়দায়ক শক্তি অনুভব করছিল। Spirit of Prophecy, খণ্ড ৪, ২৫০।

যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশ হলো সেই চূড়ান্ত বার্তা, যা শেষ সময়ে উন্মোচিত হয়, এবং এতে তৃতীয় 'হায়'-সম্পর্কিত ইসলামও অন্তর্ভুক্ত আছে। যখন খ্রিষ্ট—যিনি উন্মোচিত সেই বার্তাই—যিরূশালেমে প্রবেশ করলেন এবং এর মাধ্যমে শেষ সময়ের 'মধ্যরাতের ডাক'-এর প্রতীকায়ন করলেন, তখন তাঁকে (তাঁর বার্তাকে) এক 'গাধা' বহন করছিল। খ্রিষ্টের ধার্মিকতার চূড়ান্ত বার্তা ইসলামই বহন করে।

ইসলাম অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে এক বুনো মানুষ, যার প্রতিনিধিত্ব করে আরবের বুনো গাধা, এবং যারা দেখতে চায় (আর অনেকে আছে যারা দেখতে চায় না), তারা সহজেই 'বুঝতে' পারে যে ইসলাম এখন যে যুদ্ধ চালাচ্ছে, তা বুনো উন্মাদনা। পরকালে কোনো বড় যৌন পুরস্কার থাকবে—এই বিশ্বাসে আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত থাকা শয়তানি উন্মাদনা। ইসলামের প্রথম উল্লেখেই বলা হয়েছিল যে ইসলাম এক বুনো মানুষ হবে।

ইসলামের যুদ্ধ তৃতীয় 'বিপদ'-এর ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ লড়তে সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করে। একটি এক বিশ্ব সরকার বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যুক্তি হলো ইসলাম, এবং গ্লোবালিস্টরা শেখায় যে তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদিদের আবার ইস্রায়েলের ভূমিতে ফিরিয়ে এনেছিল, যাতে তারা ইহুদিদের প্রতি ইসলামের প্রাচীন ঘৃণাকে কাজে লাগিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে পারে। গ্লোবালিস্টরা বিশ্বাস করে—এবং দশক ধরে এভাবেই শেখাচ্ছে—যে তাদের এক বিশ্ব সরকার আনতে একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজন হবে। গ্লোবালিস্টদের বিকৃত প্রেরণা, যা তাদের নিজেদের কথায় প্রকাশিত, ইসলামের বাইবেলীয় ভূমিকায় মিলে যায়।

যে পদে ইশ্মায়েলের প্রথম উল্লেখ আছে, সেখানে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ডিএনএর সবচেয়ে গুরুতর দিকটি সম্ভবত এই যে, তাঁর আত্মা—যা এক 'বুনো মানুষ'-এর আত্মা—'তার সমস্ত ভ্রাতৃগণের সম্মুখে বাস করে'। তৃতীয় 'হায়'-এ কেবল কিছু উগ্র ইসলামি সম্প্রদায় জড়িত থাকবে—এই ধারণা ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সাধারণত প্রচলিত 'রাজনৈতিকভাবে সঠিক' ধারণা হলো, প্রত্যেক ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে কিছু কালো ভেড়া থাকে, আর মুসলিম ধর্মের সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেন শান্তিপ্রিয় নাগরিক; কিন্তু এই ধারণা তাদের নিজস্ব পবিত্র গ্রন্থের সঙ্গেও, কিংবা বাইবেলের সঙ্গেও, মেলে না।

কুরআন শেখায় যে আল্লাহর প্রত্যেক অনুসারীর দায়িত্ব হলো সমগ্র বিশ্বকে শরিয়া আইনের সাথে সামঞ্জস্যে নিয়ে আসা, এবং জেনেসিস বইয়ে ইসলামের প্রথম উল্লেখে বলা হয়েছে যে ইসমাইলের 'বন্য মানুষ' আত্মা ইসলামের প্রত্যেক অনুসারীর মধ্যে থাকবে।

কুরআন সরাসরি তার অনুসারীদের শেখায় যে তারা যখন এমন এলাকায় বাস করে যেখানে তারা এখনো জনগণের ওপর তাদের ধর্মীয় শাসন চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা পায়নি, তখন যেন শালীনতার ভান করে, ঠিক ক্যাথলিক ধর্মের মতো।

যিহূদা থেকে আগত নবী যেরোবোয়ামকে তাঁর রাজত্বের সূচনালগ্নে মুখোমুখি করেছিলেন। 1844 সালে ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ শুরু হয়, এবং তাৎক্ষণিকভাবে মিলারাইট অ্যাডভেন্টবাদ তার মোকাবিলা করে; তারা অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করে ঈশ্বরের আইন—সপ্তম দিনের সব্বাথসহ—উদ্ঘাটন করেছিল। যিরমিয়া দ্বারা প্রতীকীভাবে মিলারাইট অ্যাডভেন্টবাদকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু কখনোই "বিদ্রূপকারীদের সমাবেশে" ফিরে না যেতে। যিহূদার নবীকে বলা হয়েছিল, তিনি যেন যে পথে এসেছিলেন সে পথ দিয়ে না ফেরেন, এবং বেতেলের মিথ্যাবাদী নবীর খাবার কিছুই না খান বা পান করেন; কিন্তু তিনি তবুও তা করেছিলেন। যিহূদার নবীর মৃত্যু প্রতীকগতভাবে দুটি প্রতীকের মাঝে স্থাপন করা হয়েছিল, যা পোপতন্ত্র ও ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করত। লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদ সেই দুটি সত্য দেখতে পারে না, কারণ 1863 সালে তারা নিজেরাই তাদের আধ্যাত্মিক চোখ ফুঁড়ে অন্ধ করে, এবং উইলিয়াম মিলারের ব্যবহৃত রত্নসমূহ ও পদ্ধতিকে ঢেকে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে, যাতে নকল মুদ্রা ও রত্ন, আর ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও ক্যাথলিকবাদের পদ্ধতি দিয়ে অ্যাডভেন্টবাদের ভিত্তি স্থাপন করা যায়।

"ধুলো-ঝাড়ু লোকটি" এখন তাঁর মেঝে ঝাড়ু দিচ্ছেন, রত্নগুলো পুনরুদ্ধার করছেন এবং সেগুলো মিলারকে দিচ্ছেন যাতে তিনি সেগুলো তার টেবিলে রাখতে পারেন, কিন্তু অ্যাডভেন্টবাদ এই বিশ্বাসে অন্ধ যে তারা সেই অবশিষ্ট জনগণ, যারা ১৮৪৪ সালে তাঁর জনগণ হিসেবে উত্থাপিত হয়েছিল।

> আর নিজেদের মনে এই কথা বলো না—'আমাদের পিতা তো আব্রাহাম'; কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই পাথরগুলো থেকেই আব্রাহামের জন্য সন্তান তুলতে সক্ষম। আর এখন কুঠারও গাছগুলোর শিকড়ে রাখা হয়েছে; তাই যে গাছ ভালো ফল আনে না, সেটি কেটে ফেলে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। আমি তো তোমাদের অনুতাপের জন্য জলে বাপ্তিস্ম দিই; কিন্তু যিনি আমার পরে আসছেন তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী—আমি তাঁর জুতোও বহন করার যোগ্য নই; তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন। তাঁর হাতে বাছাইয়ের পাখা আছে; তিনি তাঁর খল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করবেন এবং তাঁর গম গোলায় জড়ো করবেন; কিন্তু ভূষি তিনি নিবৃত্ত না-হওয়া আগুনে পুড়িয়ে ফেলবেন। মথি ৩:৯-১২।

লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদ প্রভুর মুখ থেকে উগরে ফেলা হবে, যারা হয়তো পশ্চাত্তাপ করতে পারে তাদের ব্যতীত। মিলারের বার্তা যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই পূর্বতন চুক্তিবিদ্ধ জাতি যে কবরে সমাধিস্থ, লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদকেও সেই একই কবরে সমাহিত করা হবে, কারণ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের প্রসঙ্গে তারাও এখন পূর্বতন চুক্তিবিদ্ধ জাতি। ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহটি যিহূদা থেকে আগত সেই নবীর মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে, যিনি রাজা যোশিয়া সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণীও রেখে গিয়েছিলেন।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> জগতের মতো হয়ে ওঠার পরিবর্তে, আমাদের ক্রমশ জগত থেকে আরও পৃথক হয়ে উঠতে হবে। ঈশ্বরের সত্যের বিরুদ্ধে অতি কৌশলী প্রচেষ্টা চালাতে শয়তান গির্জাগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধেছে এবং বেঁধে যেতে থাকবে। জগতের ওপর প্রভাব

বিস্তার করতে ঈশ্বরের লোকেরা যা কিছুই করুক না কেন, তা অন্ধকারের শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে দৃঢ় বিরোধিতা উদ্রেক করবে। শত্রুর শেষ মহান সংঘর্ষটি হবে এক অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংঘর্ষ। এটি হবে অন্ধকারের শক্তি ও আলোর শক্তির মধ্যকার শেষ যুদ্ধ। ঈশ্বরের প্রত্যেক সত্য সন্তান খ্রিষ্টের পক্ষে সাহসের সঙ্গে লড়বে। এই মহাসঙ্কটে যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের চেয়ে জগতের পক্ষে বেশি থাকতে দেয়, তারা শেষমেশ সম্পূর্ণভাবে জগতের পক্ষেই নিজেদেরকে স্থাপন করবে। যারা বাক্য সম্পর্কে তাদের বোধগম্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, যারা খ্রিষ্টবিরোধীর অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়, তারা নিশ্চয়ই খ্রিষ্টবিরোধীর পক্ষেই নিজেদেরকে দাঁড় করাবে। এখন আমাদের কাছে জগতের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কোনো সময় নেই। দানিয়েল তাঁর অংশে ও তাঁর স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। দানিয়েল ও যোহনের ভাববাণীগুলো বুঝতে হবে। তারা পরস্পরকে ব্যাখ্যা করে। তারা জগতকে এমন সত্য দেয় যা প্রত্যেকেরই বোঝা উচিত। এই ভাববাণীগুলো জগতে সাক্ষ্য দেবে। এই অন্তিম দিনগুলোতে তাদের পূর্তির মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যাখ্যা করবে।

প্রভু পৃথিবীকে তার অধার্মিকতার জন্য শাস্তি দিতে চলেছেন। তিনি তাঁদের দেওয়া আলো ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকেও শাস্তি দিতে চলেছেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকে একত্রিত করে যে মহান বার্তা, তা সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এটাই হবে আমাদের কাজের মুখ্য দায়িত্ব। যারা সত্যিই খ্রিষ্টে বিশ্বাস করে, তারা যিহোভার বিধির প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্য করবে। বিশ্রামদিন ঈশ্বর ও তাঁর প্রজাদের মধ্যে চিহ্ন, এবং বিশ্রামদিন পালন করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের বিধির প্রতি আমাদের আনুগত্যকে দৃশ্যমান করব। এটাই ঈশ্বরের মনোনীত প্রজাদের সঙ্গে বিশ্বের মধ্যে পার্থক্যের চিহ্ন হবে। ঈশ্বরের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সংস্কারও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আমাদের খাদ্যাভ্যাস সরল হতে হবে, এবং আমাদের সব বিষয়ে সংযমী হতে হবে। টেবিলে প্রায়ই দেখা যায় যে বহুবিধ খাবারের সমাবেশ—তা প্রয়োজনীয় নয়; বরং অত্যন্ত ক্ষতিকর। মন ও শরীরকে সর্বোত্তম স্বাস্থ্যাবস্থায় সংরক্ষিত রাখতে হবে। কেবল যাঁরা ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বরভয়ে প্রশিক্ষিত, দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাঁদেরই নির্বাচন করা উচিত। যাঁরা দীর্ঘদিন সত্যে আছেন, তবু ধার্মিকতার বিশুদ্ধ নীতিসমূহ ও অধর্মের নীতিগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না, ন্যায়, দয়া ও ঈশ্বরের প্রেমে সম্বন্ধে যাঁদের উপলব্ধি ধোঁয়াশাচ্ছন্ন—তাঁদের দায়িত্বমুক্ত করা উচিত।

ঈশ্বরের লোকদের শোধার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো আছে। এই শিক্ষাগুলো যদি আগে শেখা হত, তবে তাঁর কার্য আজ যেখানে আছে সেখানে থাকত না। একটি বিষয় অবশ্যই করতে হবে। তাদের অসন্তোষ ডেকে আনার ভয়ে সত্যকে ধর্মযাজকদের বা দায়িত্বশীল পদে থাকা ব্যক্তিদের কাছ থেকে গোপন রাখা যাবে না। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে এমন লোকদের যুক্ত থাকতে হবে, যারা নম্রতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে ঈশ্বরের সমুদয় পরামর্শ ঘোষণা করবে। যারা জাগতিক নিরাপত্তা ও মূল্যে তাঁর ব্যবস্থাপনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে, তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ জ্বলে উঠছে। তারা কার্যের সমৃদ্ধিকে বিপন্ন করছে।

"প্রতিটি ভ্রান্ত পথই প্রতারণা, এবং তা যদি অব্যাহত রাখা হয়, তবে শেষে পর্যন্ত ধ্বংস ডেকে আনবে। অতএব যারা মিথ্যা পরিকল্পনা বজায় রাখে, তাদের ধ্বংস হতে প্রভু অনুমতি দেন। যখন প্রশংসা ও চাটুকারিতার ধ্বনি শোনা যায়, ঠিক তখনই আকস্মিক ধ্বংস আসে। এমন লোকও আছে, যারা জানে যে অবিশ্বস্ততার কারণে অন্যরা তিরস্কার পেয়েছে, তবুও তারা সতর্কবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এরা দ্বিগুণ দোষী। তারা প্রভুর

ইচ্ছা জনেওে তা করনেি। তাদরে শাস্তি তাদরে দোষরে অনুপাতে হবে। তারা প্রভুর বাণীতে কর্ণপাত করতে চায়নি।” ক্রসে সংগ্রহ, ১০৫, ১০৬।